দৈনিক বাংলা

তারিখ 04 DEC 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

055

পরীক্ষাকেন্দ্রে আনন্দমেলা

কয়েকদিন আগে আনন্দ মেলা শিরনামে একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে পাত্রকান্তরে। তবে এ আনন্দ মেলা যাত্রা বা সার্কাস নিয়ে নয়। এআনন্দ মেলা ভিন্ন ধরনের। বলা যায়, পরীক্ষা দেয়া নিয়ে 'মহা আনন্দ মেলা'। কয়েকদিন পূর্বে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে একটি পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সকল পরিদর্শকদের বের করে দিয়ে মহাআনন্দে পরীক্ষা দিচ্ছে এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থী জীবনের ভয়ে পরিদর্শকেরা ভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়েছেন। এক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের আনন্দের সীমা নেই।

চিত্রটি নতুন নয় বা আজকের পরিস্থিতিতে একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। তবু এবারের এ চিত্রে একটি ব্যতিক্রম আছে। পরীক্ষার মাত্র ক'দিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলের অভিযোগে কয়েকটি পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করেছিলেন। এ নিয়ে বাদ প্রতিবাদ হয়েছিল। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ মুচলেকা দিয়েছিলেন যে তাদের কেন্দ্রে আর নকল হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই মুচলেকার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিল করেছিলেন। এবারও সেই কেন্দ্রে ডিগ্রি পরীক্ষা হচ্ছে। পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা আড়াই হাজারের মত। সে কলেজে কোনদিন সর্বমোট এইচএসসি বা ডিগ্রি ক্লাস মিলে হাজার ছাত্রও ছিল না। সে কেন্দ্রে এখন শীতের পাখির মত ভিড়!

এই নকল করা এবং নকল দূর করা নিয়ে অনেক কথাবার্তা আলোচনা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, আগামীতে নকল রোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পরীক্ষার প্রশ্ন পত্রের ধরন পাল্টাবার সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছে।

কিন্তু বর্তমান ব্যবস্থায় কি আদৌ নকল প্রতিরোধ সম্ভব নয়? ঢাকা শহরের অনেক কেন্দ্রেই শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা নেয়া হয়। এ সকল কলেজ থেকেই বরাবর পরীক্ষার ভাল ফল করে। তা হলে অন্য কেন্দ্রে কেন শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা হবে না? আজ জ্ঞানে হোক বা অজ্ঞানে হোক দুঃখজনকভাবে এক শ্রেণীর কর্মকর্তা এ ব্যাপারে জড়িয়ে গেছেন। এবং যে কোন কারণেই হোক এ পরিস্থিতি পাল্টাতে না পারলে পরীক্ষার প্রশ্ন পত্র পাল্টে খুব সুবিধা হবে কি? কারণ কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে আনন্দ মেলার পরিবেশ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। শিক্ষাঙ্গনকে এই ক্ষত থেকে মুক্ত করতে হলে খুঁজে বের করতে হবে কেন দু'শ ছাত্রের কলেজে দু' হাজার পরীক্ষার্থী ফর্ম পূরণ করে। এ কারণ দূর না করলে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিবর্তন করেও আনন্দ মেলা ঠেকান যাবে বলে মনে হয় না।